বারিক অপেরা পার্টি

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

সকালবেলা

একজন কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা মুসলমান আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—সালাম বাবু।

—কে তুমি?

—আমার নাম বারিক মণ্ডল, বাড়ি চালদী। আপনার কাছে এট্টু আলাম—

—কেন?

—ধানিজমি কিনবেন?

পঞ্চাশের মন্বন্তর তখনো উগ্র হয়ে ওঠেনি, দিকে দিকে ওর আগমনবার্তা অল্পে অল্পে ঘোষিত হচ্ছে। একটা ব্যাপার শেষ না হয়ে গেলে বোঝা যায় না সেটা কত বড় হোল। সবাই ভাবচে, এ দুর্দিনের অভাব অনটন শিগ্‌গির কেটে যাবে। এ সময়ে ধানের জমি কেনা মন্দ নয়, সামনেই শ্রাবণ মাস, জলবৃষ্টিও বেশ হচ্ছে, কিনেই ধান রোয়া হতে পারে এবারই। চালের দাম পঁচিশ টাকা মণ, তাও সহজপ্রাপ্য নয়। কলকাতা থেকে বোমার ভয়ে পালিয়ে এসে বাড়ি বসে আছি। হয়তো কলকাতা শহর জাপানী বোমার ঘায়ে ছত্রাকার হয়ে যাবে,দেশেই থাকতে হবে বরাবর। দেশে ধানিজমির নিতান্ত অভাব, যা আছে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলচে।

বল্লাম—জমি কোথায়? কতটা?

—চালদীর মাঠে। তা বলি আপনার কাছেই যাই,ওঁর জমির যদি দরকার থাকে। সাত বিঘে জমি বাবু। বিক্রি করবে আমাদের গাঁয়ের সোনাই মণ্ডল।

—তুমি তার কেউ হও?

—না বাবু। ওর মধ্যে দু'বিঘে ভিটে জমি আছে,সে জমিটুকুতে আমি খাজনা দিয়ে বাস করি। জমিটা কিনলে আমি আপনার ভিটের প্রজা হবো। দু'টাকা করে খাজনা করি। ধানের জমিটা আপনাকে সস্তায় করে দোব বাবু। আমাকে ধানের জমিগুলো কিন্তু ভাগে দিতে হবে। আর যদি আপনি নিজে চাষ করেন তো আলাদা কথা—

কলকাতা থেকে নূতন এসে বহুদিন পরে দেশে বসেছি, জমিজমার ব্যাপার তত বুঝিনে। ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম। চালদীর বারিক মণ্ডল আমার কাছে এসেচে কিছু জমি বেচতে। ওর জমি নয়, সোনাই মণ্ডলের জমি। ও এসেছে কেন? এতে ওর স্বার্থ কি? না ও আগে থেকেই এই জমার অন্তর্ভুক্ত দু'বিঘে জমিতে বাস করে, জমি নিলে ও আমার প্রজা হবে এবং আমি ওকে ধানের জমির ভাগীদার করবো। বেশ কথা। বারিকের চেষ্টায় ও আমার ইচ্ছায় তিনদিনের মধ্যে জমি কেনা হয়ে গেল।

রেজেস্ট্রি অফিসে যে দলটি জমি রেজেস্ট্রি করতে গিয়েছিল বারিক মুসলমান দেখলুম তার মোড়ল। মহা ফুর্তিবাজ লোক সে। আধ বুড়ো লোক হোলে কি হয়, দাড়ি নেড়ে নেড়ে পান খাচ্ছে, বিড়ি খাচ্চে, বেগুনি খাচ্চে, ফুলুরি খাচ্চে। রেজেস্ট্রি শেষ হয়ে গেলে বারিক আমায় ডেকে বল্লে—বাবু, এট্টুখানি দোকানে চলুন।

—কোন্ দোকান?

—জল খাবেন এট্টু।

জল খাওয়ানোর প্রথা আছে এদেশে, যে জমি কেনে, সে-ই মনের ফুর্তিতে সাক্ষী ও সনাক্তকারীকে মিষ্টিমুখ করায়। যে জমি বেচে সে তো রিক্ত হয়ে গেল, সে খাওয়াবে কেন? এ কথা তো এদেশে নেই। কিন্তু বারিকের আনাড়ি ধরনের বিনীত গ্রাম্য অনুরোধ এড়াতে না পেরে খাবারের দোকানে বসলাম।

—দ্যাও ও দোকানি,বাবুরি (অর্থাৎ বাবুকে) নিমকি, সেঙ্গারা, সন্দেশ দ্যাও। আর ওই যে হ্যাদে গোল গোল তোমার,ওকি কি বলে, ওই দ্যাও একপোয়া—নুচি খাবেন বাবু? হ্যাদে বাবুরি নুচি দ্যাও আটখানা—ভাজা নেই? তা ভেজে দ্যাও—

দেড় টাকা খরচ গেল শুধু আমার পিছু। খাবার খরচ গেল টাকা চারেক। বারিক মহাফুর্তিতে এক টাকার খাবার নিজেই খেলে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। সবাই মিলে অন্ধকারে বাড়ির দিকে রওনা হই। বারিক অন্ধকার পথে গান জুড়ে দিলে চেঁচিয়ে—

'ওগো হরি বংশীধারী শ্যাম লটবর—'

সোনাই মণ্ডল বাজার থেকে বড় দেখে দুটো ইলিশ মাছ কিনেচে, কারণ আজ তার হাতে করকরে আড়াইশো টাকা। জমি ওরা নাকি খুব সস্তায় দিয়েচে আমাকে। দলিল-লেখক আমাকে আড়ালে বলেছিল—আড়াইশ টাকায় সাত-আট বিঘে জমি কিনেচেন, তার মধ্যে পাঁচ বিঘে আমন ধানের জমি। সাব-রেজিস্ট্রার বাবু এ দলিল এখন মঞ্জুর করলে হয়, দামটা কম বলে মনে হচ্চে কিনা—

যাহোক, রেজিস্ট্রি হয়ে গেল, কোনো গোলমাল হয়নি।

বারিক মণ্ডল বল্লে—বাবু, আমাদের গাঁ আগে, তারপর আপনাদের গাঁ। এই অন্ধকারে কি করে যাবেন? সোনাই ইলিশ মাছ কিনেচে, আমাদের গ্রামে আজ থাকুন। ইলিশ মাছ রান্না করুণ পেঁজ দিয়ে। আজ চলুন একটু ফুর্তি করা যাক—

আমি রাজি হলাম না। বাড়ি চলে এলাম অন্ধকারে।

বারিক আমার প্রজা হোল। তখন শুনলাম বারিক অপরের জমিতে বাস করতো, সে ভিটের খাজনা বহুদিন না দেওয়াতে জমিদার ওর বাড়ি (অর্থাৎ একখানা চালাঘর) এবং এক জোড়া বলদ বিক্রি করে ক্রোক দেবার উপক্রম করেছিল। তাই ও সে জমি ছেড়ে আমার জমিতে নতুন করে চালাঘর বাঁধলো। আমার নতুন কেনা ধানের জমি ও-ই ভাগে চাষ করবার জন্যে বন্দোবস্ত করে নিলে। সেবার ধান রোয়া শেষ করলে।

বারিক রোজ সকালে একবার করে আমার বাড়ি ঠিক আসবে। এসে এ-গল্প ও গল্প করে উঠবার সময় কিছু না কিছু ছুতোয় টাকা চাইবে।

—বাবু—

—এসো বারিক। তামাক খাও।

—বাবু, বড্ড দায়ে পড়ে অ্যালাম। পাঁচটা টাকা দিতে হবে—

—কেন, হঠাৎ?

—আপনার জমিতি বারমেসে চাষ দিয়ে রেখেচি। মুসুরি বোনতাম। যা হবে আপনার আর্ধেক, আমার আর্ধেক।

—মুসুরি বুন্‌লে বারিক?

—আজ্ঞে বাবু।

—ক'বিঘে?

—এক বিঘে। —বেশ নিয়ে যাও—

তারপর শুনলাম মুসুরি বুনবার টাকা দিয়ে বারিক ওর গানের দলের ডুগি-তবলা কিনেচে।

একদিন বললাম

—আর দু'বিঘে?

—বাবু, আর দু'টো টাকা দিতি হবে। খরচে কুলোচ্চে না।

—মিথ্যে কথা। তুমি তোমার গানের দলের ডুগি-তবলা কিনেচ সেই পয়সা দিয়ে। কোথায় তোমার গানের দল?

—ওই জেলেপাড়ার জেলে ছোঁড়াদের নিয়ে বসি। রোজ আখড়াই হয়। গান-বাজনা ভালোবাসি বাবু। এবার পুজোর সময় 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' নামাবো বারোয়ারির আসরে—দেখি যদি খোদার মর্জি হয়—আমার ছোট ছেলে কেষ্ট সাজে, দ্যাখবেন কি গানের গলা—কি এ্যাকটো—

—বেশ, বেশ—

—দ্যান বাবু দু'টো টাকা।

—নিয়ে যাও, কিন্তু মুসুরি ঠিক বুনবে।

—তা আর বলতি? কাল সকালেই বাকি দু'বিঘে সাঙ্গ করবো।

ধানের সময় আমার ভাগে যে ধান দেওয়ার কথা, বারিক আমাকে তা দিলে না, অনেক কম দিলে। লোকে বল্লে—বাবু, ও ওই রকম। কত লোককে ফাঁকি দিয়েচে, আপনাকে ভালো মানুষ পেয়ে ফাঁকি তো দেবেই।

খুব রেগে বারিকের বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখে-শুনে বেশি রাগ রইল না। কি মুশকিল, এই রকম বাড়িঘর ওর! মাত্র একখানা চারচালা ঘর। ঘরের দরজা-জানালার ফাঁকগুলো বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে আটকানো, দোর পর্যন্ত নেই ঘরের। ওর দলিজে বিছানো আছে একখানা বেদে-চটা অর্থাৎ খেজুরপাতার বোনা পার্টি, একটা কলঙ্কধরা তামার বদনা, একটা হুঁকো আর তামাক, টিকে রাখবার মাটির পাত্র। একখানা অত্যন্ত ছেঁড়া ও ময়লা রাঙা নরুন-পাড় শাড়ি চালে শুকুচ্চে। চালের অন্যস্থানে একটা কুমড়ো গাছ উঠেছে। উঠোনে একখানা ভাঙা গরুরগাড়ি। সবসুদ্ধ মিলে অত্যন্ত ছন্নছাড়া অবস্থা।

কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি রাখতে গেলে ভাব-প্রবণ হলে চলে না। আমি কড়া সুরে বল্লাম, মোটে দু'বিশ ধান পেলাম তিন বিঘে জমিতে? আমার সবসুদ্ধ বাইশ-তেইশ টাকা নিয়ে এসেচ, তার বদলে ধান দাও। আর বছরের ভিটের খাজনা দু'টাকা তাও শোধ করো। নইলে কালই নালিশ ঠুকে দেবো।

বারিকের দুটি ছেলে, বড়টির বয়স আঠারো-উনিশ, ছোটটির চোদ্দো-পনেরো। তারা বাবার কাছেই দলিজে বসে গল্পগুজব করছিল। চট করে একখানা খুরসি পিঁড়ি এনে বড় ছেলেটা আমায় বসতে দিলে।

বারিক বল্লে—যা, কাঁটালপাতা কি কলার পাতা নিয়ে আয়, বাবু তামাক খাবেন। ওরে আলি, শিগ্‌গিরছোট্।

—থাক, আমার তামাকের দরকার নেই। ধান বের করো বাকি টাকার—

—ঠাণ্ডা হোন বাবু। তামুক খান আগে—

বারিক নিজে তামাক সেজে দিলে।

বল্লাম—তোমার ছেলেরা কি করে?

—বড়টি গরু চরায়। ওরা দু'জনে ভালো গান গায়, শুনিয়ে দে বাবুকে একখানা গান।

—থাক, গান এখন দরকার নেই, তুমি ধান বের করো।

—দেবো বাবু দেবো।

—আর খাজনা? আজ সব শোধ করে দিতে হবে। নইলে নালিশ হবে, জানো?

—দেবো বাবু দেবো, তামাক খান।

একটু পরে বারিক ও তার দুই ছেলেতে ধরাধরি করে দুবস্তা ধান বার করে নিয়ে এল। বারিক বল্লে, বাবুর এই ধানগুলো ওঁর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতি হবে—গরু দুটো খুঁজে নিয়ে এসে গাড়ি জুতে দে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম—কত ধান?

—আড়াই বিশ।

—সাড়ে সাত মণ? এতে তো শোধ হবে না দেনা।

—বাবু, আল্লার কিরে, ঘরে আর ধান নেই। সব দেলাম আপনাদেরে। আর কিছু নেই, আপনি দেখে আসুন ঘরে?

—তোমার ধান রইল না?

—না বাবু, সব দেলাম।

—তুমি ছেলে-পিলে নিয়ে খাবে কি?

—তা আর কি করবো বাবু। আমি নালিশকে বড্ড ভয় করি।

ওর কথা আমার বিশ্বাস হোল না।

দুই বস্তা ধান গরুরগাড়ি করে ওরা আমার বাড়ি পৌঁছে দিলে।

দু'দিন পরে বারিক তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ির সামনে দিয়ে দেখি কোথায় যাচ্ছে। বারিকের বগলে বেহালা।

বল্লাম, ও বারিক, কোথায় চল্লে ?

—আজ্ঞে বাবু সালাম। মহল্লা দিতে যাচ্ছি।

—তুমি কি বেহালা বাজাও?

—ওই অমনি একটু একটু। খোদার মর্জিতে।

জেলেপাড়ায় ওদের দলের ঘরে একদিন গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাজির হোলাম। বাঁওড়ের ধারে একটা জাম গাছের ছায়ায় লম্বা দোচালা ঘর, কঞ্চির বেড়ার দেওয়াল, বসবার জন্যে খান চারেক পুরনো মাদুর, এককোণে দু'জোড়া ডুগি-তবলা একখানা খোল, এক জোড়া মন্দিরা, গোটা দুই থেলো হুঁকো বাঁশের খুঁটির গায়ে। জন-পাঁচ-ছয় লোক জুটেচে, বাকি এখনো আসেনি। আমাকে ওরা সরবে অভ্যর্থনা জানালো। বটতলাতে বসলাম। সামনে বাঁওড়ের স্বচ্ছ জলে পদ্মফুল আছে। লম্বা লম্বা জলজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি বালি মাটির পথ গিয়ে জলের ঘাটে নেমেচে, পানকৌড়ি বসে আছে পাটা-শেওলার দামে। ওপারে কাজি সাহেবের দরগা, ভাঙা পাঁচিলে মস্তবড় জিউলি গাছে বেড়ে উঠে সমস্ত দরগা ঘরের ওপর ঝুপসি ছায়া পড়ে আছে, আঠা ঝরে পড়চে গাছটার কাঁধ থেকে—খানিকটা সাদা, খানিকটা লাল—আঠা ঝরে ঝরে দরগা ঘরের পশ্চিম দিকের পাঁচিলের কোণটা একেবারে ঢেকে গিয়েচে। দরগাতলার ঘাটের ওপারে আমীনপুর গ্রামের কৃষক-বধূরা মাটির কলসি কাঁখে জল নিতে যাওয়া-আসা করচে!

একজন তামাক সেজে কলকে আমার হাতে দিয়ে বল্লে—তামুক সেবা করুন—একটা কলার ডাঁটা কি এনে দেবো?

আমি তামাক খেতে খতে বল্লাম—তা একটু গান-বাজনা হোক শুনি।

সে বল্লে, বারিক এখনো আসেনি। সে না এলে আরম্ভ হবে না বাবু। সে হোল বেয়ালাদার। এ দলই তার। এর নাম বারিক অপেরা পার্টি।

—বাঃ, বাঃ, নাম দিয়েচে কে?

—বাবু, মোরা তো ইংরিজি জানিনে। অন্য অন্য যাত্রাদলের কাগজে যেমন লেখা থাকে, তাই দেখে মোরা একটা মিল খাটিয়ে করিচি। ভালো হয়নি?

একটু পরে বারিক এসেও সেই কথা জিজ্ঞেস করলে।

আমি বল্লাম—নামের মতো নাম একটা হয়েচে বটে। খাসা নাম।

—গান শুনিয়ে দে, বাবুরি তামুক সেজে দে।

ব্যস্তসমস্ত বারিককে ঠাণ্ডা করে আমি তাকে বেহালা বাজাতে বল্লাম। ওর দুই ছেলে বেশ গান গায়। ছোট ছেলে কৃষ্ণ সাজে, বেশ কালো নধর চেহারাটি। তাকে বারিক বল্লে গান করে আমায় শুনিয়ে দিতে। সে রগে হাত দিয়ে তারস্বরে সোনাই যাত্রার এক গান আরম্ভ করলে :—

ওরে ও কিছান ভাই,

আমি হেথা বলে যাই

গওরেতে শোন সেই বাণী—

বল্লাম—বেশ, বেশ। কৃষ্ণের গান?

বারিক ধমক দিয়ে বল্লে—মানভঞ্জন পালার সেই গানখানা গা—আমার সঙ্গে ধর্।

বলে নিজেই রগে হাত দিয়ে আরম্ভ করলে—

ধনি, কি সুখে রাখিব পরাণ,

কানু হেন গুণানিথি, গ্রেহে না আইল যদি

অঝোরে বহিল দু'লয়ান—

(ও) লয়ান যে বহে যায়—

গুণমণির বিরহ-জ্বালায়

লয়ান যে বহে যায়—

বারিক গান করে মন্দ নয়। খানিকক্ষণ থেকে আমি চলে এলাম। জ্যোৎস্নারাত ছিল। বারিক কি আসতে দেয়? বসুন বসুন, চন্দ্রাবলীর গান একটা শুনে যান না? আমি নিজে শিখিয়েছি।

রাত এগারোটার সময় দেখি আমার বাড়ির সামনে দিয়ে ছেলে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে বারিক বাড়ি ফিরচে বন-জঙ্গলের পথ দিয়ে। বারিকের বাড়ি চালদী গ্রামে, ওদের যেখানে বাঁওড়ের ধারে গান-বাজনা হয়, বারিকের বাড়ি থেকে সে জায়গা দেড় মাইলের ওপর। এই পথের অধিকাংশই ঘন বন-জঙ্গলে ভরা, সাপখোপের ভয় তো নিশ্চয়ই আছে এত রাত্রে।

বারিককে ডেকে বল্লাম—আলো নিয়ে যাও না কেন বারিক?

বারিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বল্লে—কে, বাবু? এখনো জাগন্ত আছেন? আর বাবু আলো! কেরাচিন তেল কনে পাবো? কেরাচিন তেল অভাবে অন্ধকারে ভাত খেতে হচ্চে রোজ রোজ। গান কেমন শোনালেন? আগাগোড়া নিজে শেখানো বাবু। ওরা সব জেলে-মালো, বেতালা বেসুরো গান গাইতো। হাতে-নাতে শেখালাম বাবু—

বারিক এমন ভাব প্রকাশ করলে যেন সে স্বয়ং ফৈয়াজ খাঁ।

আমি তাকে এক আঁটি পাকাটি দিয়ে মশাল জ্বেলে নিয়ে বাড়ি যেতে বল্লাম।

হাটে ওদের গ্রামের সোনাই মণ্ডলের সঙ্গে দেখা—যে সোনাই মণ্ডল তার ধানের জমি আমার কাছে বিক্রি করেছিল। বেগুন বিক্রি করছে দেখে বল্লাম—সোনা ভালো আছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একরকম বাবু।

—বেগুন দ্যাও দু'সের।

—বাবু, একটা কথা আপনাকে বলতাম। বারিকের অবস্থা যে খুব খারাপ হোল, আপনি মনিব, আপনাকে না বল্লি আর কাকে বলি?

ভাবলাম, বারিকের বোধ হয় খুব অসুখ হয়েচে—কিন্তু দু'চার দিন আগে তাকে গান করে বাড়ি ফিরতে দেখলাম যে? কি হয়েচে তার?

সোনাই বল্লে, তা না বাবু। ওর বড় দুর্দশা হয়েচে। আপনার কাছে এক মুঠো টাকা দেনা ছিল। আপনি ধানগুলো নিয়ে গেলেন—আর ঘরে খোরাকির ধান রইল না। যার কাছে নেবে, তা আর ফেরত দেবে না এই ওর দোষ। নলে নাপিতের আর রামচরণ ময়রার গোলা থেকে আর-বছর সমানে ধান কর্জ নিয়েচে, একটি দানা শোধ করেনি। সেদিন নালিশ করে রামচরণ ময়রা ওর বলদ ক্রোক দিয়ে নিয়ে গিয়েচে গত সোমবারে। ধান কর্জ পাচ্চে না কারো কাছে, একবেলা খেতে পাচ্চে একবেলা খাওয়া জোটচে না। বস্তুর আবানে ওর ইস্তিরির ঘরের বার হওয়ার উপায় নেই। ছেলে দুটো আহম্মদ দফাদারের বাড়ি ওবেলা দুটো ভাত খেয়েচে। স্বামী-ইস্তিরির বোধ হয় খাওয়াও হয়নি আজ।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—সে কি কথা! গত সোমবারে ওর গরু ক্রোক হয়েচে বলছো, সেই সোমবার সন্দের সময়েই যে ওকে বারিক অপেরা পার্টির ঘরে মহাআনন্দে দুই ছেলেকে নিয়ে গান করতে দেখেচি!

—তা দেখবেন বাবু। ও যে ওই রকম লোক। কাল কি খাবে সে ভাবনা নেই—দেখুন গিয়ে দুই ছেলে নিয়ে বেহালা বাজাচ্চে—

—ধান নেই ঘরে?

—এক দানা নেই বাবু।

—ওর মহাজনের কাছে কর্জ করে না কেন?

—ওই যে বল্লাম বাবু, সেদিকি যাবার যো আছে? মহাজনের ঘরে সতেরো শলি ধান কর্জ নিয়েছিল, তার এক খুঁচি ধান শোধ করেনি। দেনায় মাথার চুল বিক্রি। যার নেবে তারে আর দেবে না। কথার একদম ঠিক নেই। কেউ বিশ্বেস করে আর দেয় না।

এর কিছুদিন পরে বারিক আমার কাছ থেকে দশটা টাকা ধার নিয়ে গেল। কলাই বেচে টাকা শোধ করবে এই শর্তে তাকে টাকা ধার দিলাম। ক্ষেতের কলাই-মুগ সব যে যার বিক্রি করে ফেললে, বারিক আমার সঙ্গে আর দেখাও করলে না। একদিন হাটে খবর পেলাম বারিকের কলাই-মুগ আহম্মদ দফাদার সব কিনে নিয়েচে। শুনে আমার ভয়ানক রাগ হোল। বারিকের বাড়ি পরের দিন সকালেই গেলাম। বারিকের প্রতিবেশী তোফাজ্জেল বল্লে—বাবু শিগগির যান, সে এখনো তার দলিজে বসে তামুক খাচ্ছে, আপনি যাচ্ছেন শুনলি পেলিয়ে যেতে পারে। পাওনাদার এলেই পালাবে—ওর স্বভাবই ওই।

বারিকের ঘরদোরের অবস্থা আরো ছন্নছাড়া। চালের খড় গত বর্ষায় পচে ঝুলে পড়েচে, উঠোনের মাঝখানে মুগ-কলাই মাড়বার খামার, এক পাশে ভূমি স্তূপাকার হয়ে আছে! গাভী-গরু নেই উঠোনে।

বারিক আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমক উঠলো। মুখ ওর শুকিয়ে গেল।

আসুন বাবু, সালাম। দলিজে ওঠে বসুন। ওরে আলি, খুরসি পিঁড়িখানা বাবুরি পেতে দে—

—থাক গে পিঁড়ি। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে— মুগ-কলাই বিক্রি হয়েচে?

—হ্যাঁ বাবু।

—আমার টাকা দাও—

—ট্যাকা এখনো মোর হাতে আসেনি বাবু।

—মিথ্যে কথা। কার কাছে বিক্রি করেচো? আহম্মদ দফাদারের কাছে তো? সে সংবাদ আমি রাখি। আহম্মদ কারো পয়সা বাকি রাখবার লোক নয়। টাকা বের করো—

বারিক নির্বিকার ভাবে আমার জন্যে তামাক সাজতে লাগলো। তামাক সাজা শেষ করে আমার দিকে কলকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে, তামুক সেবন করুন—

—আমার কথার উত্তর দাও!

—আপনি নেয্য বলেচেন। টাকা ওরা দিইছিল, তা সংসারের জ্বালা—সে টাকা মোর খরচ হয়ে গিয়েচে। তবলা ছাইতে খরচ হল তিন টাকা, বেহালার তার এনেলাম মুকুন্দ তেলির দোকান থেকে।

—ওসব বাজে কথা শুনতে চাইনে। খেতে পাও না, মহাজনের দেনা শোধ করবার যখন ক্ষমতা নেই, তখন অত শখ কেন? বাড়িঘরের তো এই অবস্থা—গাড়ি-গরু কী হোল?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে ওর প্রতিবেশীদের মধ্যে কে একজন। আমার চড়া সুর শুনে অনেকে জড়ো হয়েছিল ওর ঘরের সামনে। বল্লে–ওরে আর কিছু বলবেন না বাবু। লোকটার আর কিছু নেই—

—গাড়ি-গরু কি হোল?

—রামচরণ ময়রা গরু ক্রোক দিয়ে নিয়ে গেল, গাড়িও বিক্রি করে ফেলেচে আহম্মদ দফাদারের কাছে। গাড়ি-গরু না থাকলে চাষার উঠোন মানায়? বলি ও চাচা, বাবুর কাছে থেকে টাকা আনলে কেন, যদি শোধ করতে পারবা না? ভদ্দরলোকের কাছে কথা ভাঙো কেন তুমি? একেবারে দশায় ধরেচে তোমায়—ছ্যাঃ, জুয়োচুরি করা কেন?

বারিক মুখ চুন করে বসে রইল, আর সকলের হাতে হাতে কলকে পরিবেশন করতে লাগলো। আমি নিরুপায় হয়ে চলে এলাম। বারিক কোনো কথা গায়ে মাখে না, কে যেন কাকে বলচে।

বারিকের বাড়ি কিছুদিন আর গেলাম না। টাকা আদায় হবে না জানি, ওর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। টাকা-কড়ির সম্পর্ক তো নয়ই।

বারিকের সঙ্গে মাস দুই পরে একদিন হাটে হঠাৎ দেখা। কাঁধে একখানা ময়লা গামছা, পরনে ছেঁড়া আধময়লা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা। সদা-হাস্যমুখ বারিক আমাকে দেখে বল্লে, বাবু, সালাম। আমাদের ওদিকি আর যান না?

—না। আমার অন্য কাজ আছে।

—আজ একবার মহল্লাঘরে যাবেন বাবু ও-বেলা? দুটো গান শোনাতাম আর দেখতেন আমাদের ‘সাধন সমর’ পালাটা কি রকম হোল। আজ পুরো মহল্লা হবে। পরশু গান হবে আরামডাঙ্গায় বিশ্বেসদের বাড়ি।

—আমার সময় হবে না।

—ও কথা বল্লি বাবু শুনচিনে। আসুন দয়া করে। আপনারে গান শোনাতে বড্ড ভালো লাগে। যাবেন বাবু।

ওর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সন্ধ্যার কিছু আগেই বাঁওড়ের ধারে ওদের বারিক অপেরা পার্টির মহলাঘরে গিয়ে বসলাম। বারিক ও তার দুই ছেলে ঠিক সন্ধ্যার সময়ে এল। তখন বাঁওড়ের দিক থেকে ফুরফুরে হাওয়ায় বড্ড শীত করচে, সময়টা মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ। বারিকের গায়ে একখানা বহু পুরনো কুষ্ঠিয়ার চাদর। জ্যোৎস্না-রাত্রি। আমি বাইরেই বসে রইলাম। বারিক মহাব্যস্ত অবস্থায় কখনো গান করে, কখনো এর গানের ভুল ধরে, ওর তালের ভুল ধরে, হাসি ঠাট্টা ও অঙ্গভঙ্গি কি ভাবে করতে হবে বিদূষকের ভূমিকায় তা শিক্ষা দেয়, ছেলেকে শিখিয়ে দেয় কৃষ্ণের ভূমিকায় কি রকম বেঁকে দাঁড়াতে হবে, এর দোষ ধরে, ওর গুণ গায়—মোট কথা এই বয়সে তার উৎসাহ, আমোদ, লম্ফঝম্প একটা দেখবার জিনিস।

আবার বাইরে এসে আমার কাছে বলে, বাবু, বিড়ি খান একটা। দ্যাখচেন কেমন? আমার নামে যখন এ দল, তখন বারিক অপেরা পার্টির যাতে বাইরে নাম ভালো হয়, তা আমাকেই দেখতে হবে, না কি বাবু? অজামিল ক্যামন দ্যাখলেন? চলবে? কেষ্ট? বেশ, আপনারা ভালো বল্লিই ভালো।

কে বলবে এই সেই বারিক, যার দু'বেলা খাওয়া হয় না, যার গাড়ি-গরু পর্যন্ত মহাজন ক্রোক দিয়েচে, দেনায় যার মাথার চুল বিক্রি, যার বয়েস পঞ্চান্নর কোঠা ছাড়াতে চলেছে! এই মহল্লায় ও একাই একশ'!

পরদিনই হাটে আহম্মদ দফাদার ওকে কি করে অপমান করলে আমার সামনে। চেঁচামেচি শুনে গিয়ে দেখলাম, আহম্মদ ওর গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করচে। আহম্মদ চালদীগ্রামের অবস্থাপন্ন লোক, লম্বা দাড়ি রাখে, বেশ একটু গর্বিত। ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। এবার ধানের দাম সাড়ে ষোল টাকা পর্যন্ত উঠেছিল, দু'টি গোলা ভর্তি প্রায় হাজার মণ ধান চড়া দরে বিক্রি করে আহম্মদ টিনের বাড়ি ঘুচিয়ে দোতলা কোঠাবাড়ি করেছে।

আমি গিয়ে বল্লাম—কি করো আহম্মদ? ওকে ছেড়ে দাও, ছিঃ, তোমার চেয়ে বয়েসে কত বড় না!

আহম্মদ হাতে পয়সা করেচে, কাউকে মানে না। আমার দিকে ফিরে বল্লে—আজ জুতিয়ে ওর ইয়ে দেখিয়ে দেবো বাবু, এত বড় আস্পদ্দা, আমার সঙ্গে জুয়োচুরি কথা বলে! মুগ দেবো বলে বায়নার টাকা নিয়েচে সেই আর-বছর। দু'মণ কলাই দিয়ে আর টাকাও দেয় না, কলাইও দেয় না। রোজ বলে দিচ্ছি দেবো, আজ আমি ওরে— আমার সঙ্গে কিনা ঠকামি কথা বলে বাবু! এত বড় ওর সাহস! (যেন সাক্ষাৎ ভাইসরয় কিংবা মহাত্মা গান্ধী কিংবা গৌরগোপাল ভক্তিবিনোদ গোস্বামী কিংবা বশিষ্ঠ মুনি কিংবা জুলু সর্দার লোচবক্ষুলা)।

বারিক তখন বলচে—ছেড়ে দ্যান বাবু, আমি ও সুমুদ্দিকে একবার দেখে নেতাম! আপনি ধরলেন কেন?

আহম্মদ আবার সবেগে ঠেলে উঠে বল্লে—তবে রে—

আবার তাকে কোনোরকমে ঠাণ্ডা করি।

আহম্মদকে বল্লাম—কত টাকা পাবে?

—তা বাবু অনেক। খেতি পায় না, দু'বিশ ধান দেলাম আশ্বিন মাসে। সাতাশ টাকা নিলে মুগির দাম, মোটে দু'মণ কলাই দিলে, এখনো পনেরো টাকা তার দরুন বাকি। ঝিঙের ভুঁই করে গাঙের ধারে, তার দু'বছরের খাজনা সাড়ে চার টাকা। আমার গাছ থেকে ব্যবসা করবে বলে দেড়কুড়ি নারিকেল পেড়ে আনে, তার দরুন একটা পয়সা দেয়নি—ওর মতো মিথ্যেবাদী ফেরেব্বাজ জুয়োচোর এ দিগরে পাবেন না—আপনিও তো শুনি পাবেন এক মুঠো টাকা—

বারিকের প্রতিবেশী সোনাই মণ্ডল আমাকে আড়ালে বল্লে—বাবু, দু'কাঠা মুসুরি আর দুটো মানকচু বেচতি এনলে বারিক, তা সব আহম্মদ কেড়ে নিয়েচে। হাটে ওই বেচে চাল কিনে নিয়ে যাবে, তবে ওদের খাওয়া হোত। কি অন্যাই কাজ দেখুন দিকি! ছ'আনা পয়সা হবে আপনার কাছে, বেগুন-পটলটা ওকে কিনে দি—

সেই দিনই রাত প্রায় দশটার সময় শুনলাম বারিক উচ্চৈঃস্বরে রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে বারিক অপেরা পার্টির মহল্লা দিয়ে ফিরচে—

"তুমি কোন্ অংশে বলো কোন্ বংশে

কারে-এ-এ করেচ সুখী—

নামটি তোমার দয়াময়

কথায় বটে কাজে নয়"—ইত্যাদি।

এর পরে অনেক দিন আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি।

একদিন সোনাই মণ্ডলের সঙ্গে আমার দেখা। তাকে বলি—বারিক কেমন আছে?

—আর বাবু! আপনি শোনেননি? তার যে সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েচে!

—কি-কি-কি ব্যাপার? কি হোল?

—ওর সেই বড় ছেলেটা আজ সাত দিন হবে মরে গিয়েচে।

—সে কি কথা? কি হয়েছিল?

—বাবু, পুরনো জ্বরে ভুগছিল। পেটে পিলে। রোজ সন্ধেবেলা জ্বর হোত। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই। জ্বর সেরে গেল তো পান্তা ভাত আর পটল পেঁজপোড়া খেলে। সে দিন রাত্তিরে জ্বর হয়েছে ওর সেই অপেরা পার্টি থেকে গান সেরে এসে। ভোরবেলা মারা গেল। কাফনের কাপড় জোটে না শেষে, এই তো অবস্থা। বুড়ো বয়েসে ওই ছেলেডা তবুও মাথাধরা হয়ে ঠেলে উঠছিল। আর একটা ছেলে, সে তো বাচ্চা, তার ভরসা কি?

অত্যন্ত মর্মাহত হলাম বলা বাহুল্য। মনের কোণে ঘোর মিথ্যেবাদী, জুয়োচোর, সদাপ্রফুল্ল, বৃদ্ধ বারিকের প্রতি একটু অনুকম্পার ভাব সঞ্চিত ছিল। কাল সকালে একবার বারিকের বাড়ি যাবো। ভাগের জমি দু'বছর কেড়ে নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে, এবার ওর সঙ্গেই আবার বন্দোবস্ত করবো। পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, সাহায্য করা উচিত।

সেই দিনই রাত দশটা-এগারোটা। গোঁসাইবাড়িতে জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ খেতে যেতে যেতে শুনি কোথা থেকে বাঁশি, বেহালা, ডুগি-তবলা ও মানুষের গলার একটা সম্মিলিত রব ভেসে আসচে। নিমচাঁদ গারই বল্লে—বাবু, গোঁসাইবাড়ির নাটমন্দিরে আজ জন্মাষ্টমীর দিন বারিক অপেরা পার্টির গাওনা হচ্চে। বেশ ভালো পালা হবে, গিয়ে শুনুন।

আসরে গিয়ে দেখি বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাড়ি নেড়ে নেড়ে খুব লোক হাসাচ্চে। পালা হচ্ছে 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ'।